দল ভাঙার আশঙ্কায় ভুগছে পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল

বিকাশ সুপকার, পুরুলিয়া ঃ ঘরে বাইরে চাপ। দিশেহারা পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। মনোনয়ন পর্বের শুরু থেকেই বিভিন্ন ব্লকে বিজেপি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে মনোনয়ন তোলার কাজে বাধা দেওয়ার লাগাতার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

সেই অভিযোগ মুখে অস্বীকার করলেও এলাকার দলীয় রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জেলা তৃণমূল নেতারা বেশ ভালোই বুঝতে পারছেন বিরোধীদের উপর হামলার ঘটনায় এলাকার দলীয় কর্মীরাই দায়ী। কিন্তু রাজনৈতিক ময়দান থেকে সেই দোষ বিরোধীদের ঘাড়ে চাপিয়ে নেতারা দলের সাফাই গাইলেও কাশীপুরের বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা তথা ৭ বারের সাংসদ বাসুদেব আচারিয়ার উপর হামলার ঘটনায় তাদের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় ভীষণ অস্বস্তিতে পড়েছে শাসক দলের জেলা নেতৃত্ব। বিরোধী সিপিএমের উপর হামলা হলেও প্রবীণ নেতা বাসুদেব আচারিয়া'র উপর নির্বিচারে লাঠি নিয়ে মারধরের ঘটনাকে শুধু সাধারণ মানুষ কেন, কোনও রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে ভালো চোখে দেখতে পারছেন না তৃণমূল দলেরই অনেক নেতা কর্মী। এর উপরে জেলার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন এই কাজের জন্য দলের জেলা নেতৃত্বকেই দুষেছেন। সর্বোপরি জেলা পরিষদ প্রার্থী নিয়ে জেলার ব্লকে ব্লকে বিক্ষুব্ধদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে শাসকদলের। আর এই অন্তর্ঘাতের ফলে দল ভাঙার আশঙ্কায় ভুগছেন জেলার শীর্ষ স্থানীয় নেতারা।

আক্রান্ত রাজনৈতিক কর্মী

জেলা পরিষদ আসনে প্রার্থী পছন্দ না হলে বিদ্রোহ হতে পারে বলে জেলার প্রায় প্রতিটি এলাকা থেকে আগাম আভাস পাচ্ছে জেলার শাসকদলের নেতারা। আজ অর্থাৎ সোমবারই মনোনয়নপত্র পেশের শেষ দিন। ফলে দলের বিক্ষুব্ধরা জেলা নেতৃত্বের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে একাধিক প্রার্থী দিয়ে দলকে বিপদে ফেলতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এর সাথে সাথে পুরোনো কর্মীদের পছন্দসই ব্যক্তিকে জেলা পরিষদে প্রার্থী না করা হলে অনেকেই বিজেপির খুলে রাখা দরজা দিয়ে গেরুয়া বাড়িতে ঢুকে তৃণমূলকে হারের মুখে ঠেলে দিতে পারে বলে মনে করছেন জেলার রাজনৈতিক বিশ্বজ্ঞমহলের একটা বড় অংশ। আবার প্রকাশ্যে সেই পথে না গিয়ে দলে থেকেই দলের বিভিন্ন কাজে বেশকিছু লোক অন্তর্ঘাত ঘটাতে পারে বলেও আশঙ্কা নেতৃত্বে একাংশের। তবে এখন মনোনয়নপত্র জমা এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর শাসকদলের ক্ষেত্রে অবস্থা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়, সেইদিকে তাকিয়ে জেলার রাজনৈতিকমহল থেকে সাধারণমানুষ সকলেই।

কোনও আসনেই জমা পড়েনি মনোনয়ন

সোনামুখীতে আজই মহারণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়ার সোনামুখীতে শাসক ও বিরোধী কোনও পক্ষই এখনও পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা না দেওয়ায় এলাকায় গুঞ্জন ছড়িয়েছে। শনিবার পর্যন্ত সোনামুখীতে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও আসনেই বিরোধীরা তো ধারে কাছেই আসেনি। শাসকদলের কর্মীরা দিনভর বিডিও অফিস চত্বরে দাপিয়ে বেড়ালেও তারাও কোনও আসনে মনোনয়ন পত্র জমা করেনি। তাই হাতে আর মাত্র একটা দিন। অর্থাৎ আজকের মধ্যেই এতোগুলি মনোনয়নপত্র জমা করার ক্ষেত্রে সমস্যা হলে তখন নিজেরাই বিড়ম্বনায় পড়বে বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপুর মহকুমার ৬টির মধ্যে ৫টি ব্লকে অধিকাংশ আসনেই শাসকদলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা করেছেন। কিছু বাকি থাকলেও আজ তাঁরা তা জমা করে দেবেন। কিন্তু সোনামুখীতে আশ্চর্যজনকভাবে একটিও মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি। তাই এর কারণ হিসাবে অনেকেই শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দলকেই দায়ী করছেন। যদিও শাসকদলের নেতারা জানিয়েছেন, সবকিছু ঠিকঠাক করা হয়ে গিয়েছে। সোমবার সবকটি আসনে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। এরসঙ্গে দলীয় কোন্দলের কোনও সম্পর্ক নেই। সোনামুখীর প্রাক্তন

আক্রান্ত বিধায়ক অজিত রায়। ফাইল চিত্র

বিধায়ক তথা তৃণমূল নেত্রী দিপালী সাহা জানিয়েছেন, প্রার্থীরা প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। সোমবার তাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। অন্যদিকে দলের জেলা কার্যকরী সভাপতি সুরজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, দলের মধ্যে কোনও ঝামেলা নেই। সোমবার একসঙ্গে মিছিল করে প্রার্থীরা গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা করবেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনামুখীতে মোট ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন ২২০টি। তার মধ্যে সংরক্ষিত আসন ৮৬টি। পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন ২৫টি। তারমধ্যে সংরক্ষিত ১৮টি। জেলা পরিষদের মোট আসন ২টি। ২টিই সংরক্ষিত। ২ তারিখ মনোনয়নপত্র জমার প্রথম দিন থেকেই বিরোধীরা যাতে কোনও আসনে প্রার্থী দিতে না পারে তার জন্য শাসকদলের কর্মীরা বিডিও অফিস চত্বরে কার্যত ব্যারিকেড করে রাখে।

৫ তারিখ সিপিএমের বিধায়ক অজিত বাউড়ি সহ দলের পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে এলে তাঁদেরকে প্রচণ্ড মারধর করার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় সিপিএমের পক্ষ থেকে থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। তারপরেও দুদিন কেটে গিয়েছে। শাসকদলের কর্মীরা ব্যারিকেড আরও কড়া করেছে, যাতে বিরোধীরা কেউ ধারেকাছে আসতে না পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই কদিনে শাসকদলের পক্ষ থেকে একটি আসনেও মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি।

আরামবাগ পুলিশের ভূমিকা প্রশংসনীয়, তবে আজ অগ্নিপরীক্ষা তাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ আজ স্তিতর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। হুগলি জেলা জুড়ে সংঘর্ষ ও মারধরের ঘটনা বারবারই প্রকাশ্যে এসেছে। অভিযুক্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়েছে শাসকদল। তবে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও মোটের উপর শনিবার পর্যন্ত বড় ধরণের কোনও ঘটনা ঘটেনি। এর কৃতিত্ব অবশ্যই দেওয়া যেতে পারে পুলিশ ও প্রশাসনকে। বিরোধীরা যতই অভিযোগ করুক, শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনেই কাজ করেছে পুলিশ, কিন্তু বাস্তবে পুলিশকে দেখা গেছে দুষ্কৃতীদের পিছনে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করতে। এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়, তবুও আমরা চেষ্টা করি কোনও ভাবেই যেন আইন শৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে। হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কয়েকটি উত্তেজনামূলক খবর উঠে এসেছে সংবাদের শিরোনামে। কিন্তু সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ মনে করছেন, পুলিশ শাসক দলের হাতের পুতুল না হয়ে বেশ কয়েকটি ঘটনাকে যথেষ্ট নিরপেক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। মহকুমা জুড়ে পুলিশের এই ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কৃশানু রায়, সিআই অনিমেষ সিংহরায়, আরামবাগ থানার আইসি শান্তনু মিত্র, গোঘাট থানার ওসি মিঠুন ব্যানার্জী, খানাকুল থানার ওসি সুব্রত দাস, পুরশুড়া থানার ওসি অর্ণব গাঙ্গুলী প্রমুখরা। তবে আজ অর্থাৎ সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। মহকুমায় আইন শৃঙ্খলা ঠিকঠাক রাখতে কোমড় বেঁধে প্রস্তুত পুলিশ প্রশাসন। শেষ দিনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে তারা যে কোনও কসুর করবে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সেই ভরসাতেই অপেক্ষায় রয়েছেন বিরোধী দলের প্রার্থী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।

পর পর তিনটি বাড়িতে চুরি, আতঙ্ক নাচনগ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুরের ফরিদপুর থানার নাচনগ্রামে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। এক সাথে পর পর তিনটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটলো। ঘটনাটি ফরিদপুর থানার নাচনগ্রামের বাবুপাড়ার। জানা গিয়েছে, গ্রামের বাসিন্দা অসীম মুখার্জী, আশিস মুখার্জী ও মলয় ব্যানার্জী কর্মসূত্রে পরিবার নিয়ে দুর্গাপুর শহরে থাকেন। বাড়িতে তালা দিয়ে তাঁরা মাঝে মধ্যে গ্রামের উৎসব অনুষ্ঠানে যান। রবিবার ছুটির দিনে অসীমবাবু দুর্গাপুর থেকে গ্রামের বাড়ি দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করেন, বাড়ির সদর দরজার তালা ভাঙা। ভিতরের জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড। এই খবর বিদ্যুৎ বেগে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এরপরে অসীমবাবুর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে আরও দুটি তালাবন্ধ ঘরে একই কায়দায় চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে দেখা যায়। অন্য দুই ব্যক্তির বাড়ির অবস্থাও একই রকম। তিনটি বাড়িতেই নগদ টাকা, সোনার অলঙ্কার ও বাসনপত্র চুরি গেছে। চুরির পরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ টাকা। খবর পেয়ে লালদোহা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। গ্রামবাসীদের দাবি, গত কুড়ি বছর এই গ্রামে কোনও চুরির ঘটনা ঘটেনি। তাই এদিনের চুরির ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত চেয়েছেন তাঁরা। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামে।

বাঁকুড়ার ইন্দাসে সজলধারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ রাজ্যজুড়ে তথা প্রতিটি জেলায় সকল পরিবারের পানীয় জলের অভাব মেটাতে ও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পের অন্যতম হল সজল ধারা প্রকল্প। বাঁকুড়া জেলাব্যাপী এর কাজ হয়েছে। জলের ট্যাঙ্ক বসানো, গভীর নলকূপ খনন এবং ঘরে ঘরে সেই জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাঁকুড়ার ইন্দাসেও কাজ হয়েছে প্রচুর। রাস্তার পাশে সেই জন্য পাইপ বসানো হচ্ছে জেসিবি দিয়ে মাটি খুঁড়ে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। যেমন একেবারে পীচ রাস্তার বা ঢালাই রাস্তার ধার ঘেঁসেই পাইপ বসাতে হচ্ছে। রাস্তার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকলেও বিকল্প কোনও উপায় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ইন্দাস ব্লকের রোল গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছেই বড় মসজিদের পাশ দিয়ে ঢালাই রাস্তা গেছে তারই একেবারে গা ঘেঁসে বাসানো হয়েছে জলের পাইপ। তাও আবার ঢালাই রাস্তার পাশেই বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি, ঠিক তারই মাঝখানে ঐ পাইপ বসাতে বাধ্য হতে হচ্ছে বিকল্প উপায় না থাকায়। তবে ঠিকাদারের কর্মীদের কথায়, তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে কাজ করছেন যাতে রাস্তার কোনও ক্ষতি না হয়। পঞ্চায়েত সূত্রের খবর, তাঁরা বিষয়টি দেখছেন, যাতে মানুষের সুবিধার কোনও বিঘ্ন না ঘটে। খুব শীঘ্রই এই এলাকায় তাঁরা এই সজল ধারা প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন বলে জানালেন।

পুরুলিয়ার ঝালদা ১নং ব্লকের ঝালদা দড়দা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ২০০ জন কংগ্রেস কর্মী রবিবার বিজেপি দলে যোগ দিলেন।

মনোনয়ন পর্বে পুরুলিয়ায় বিজেপি টেক্কা দিল সব দলকেই

বিকাশ সুপকার, পুরুলিয়া ঃ মনোনয়ন পর্বের শুরু থেকেই শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রার্থীদের মনোনয়নে বাধা দেওয়ার প্রথম অভিযোগ আসে বিজেপির পক্ষ থেকে। সেই অভিযোগকে ঘিরে কয়েকদিনের রাজনৈতিক ঝামেলায় দু'দলের কয়েকজন জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তিও হয়েছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনের আগেই বেশিরভাগ আসনেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছে বিজেপি। হাতে এখনও সময় আছে। কিন্তু শনিবার পর্যন্ত পাওয়া সরকারি তথ্য অনুযায়ী, পুরুলিয়া জেলার অধিকাংশ আসনে ইতিমধ্যেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে বিজেপি।

জেলা নির্বাচন দফতর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৭ এপ্রিল পর্যন্তগ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ১৮০৩টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। সেদিকে বিজেপি'র পক্ষ থেকে জমা পড়েছে ১৯৪৪টি আসনের সবকটিতেই। এদিন পর্যন্ত বামফ্রন্টের ৮২৭টি ও কংগ্রেসের ৩৩২টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির ৪৪৬টি আসনের জন্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে ৪৪৪টি মনোনয়ন জমা দেওয়া হয়েছে। বিজেপি'র জমা পড়েছে ৫০২টি। বামফ্রন্ট ২৫০টি ও কংগ্রেস ৯৯টি মনোনয়ন জমা দিয়েছে। জেলা পরিষদের ৩৮টি আসনের জন্য শাসকদলের তরফে জমা পড়েছে ২০টি মনোনয়ন এবং ৪৯টি মনোনয়ন জমা দিয়েছে বিজেপি প্রার্থীরা।

অন্যদিকে বামফ্রন্ট ৩১টি ও কংগ্রেস ১৬টি আসনে মনোনয়ন দিতে পেরেছে। প্রথম দিকে মনোনয়নে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও কিভাবে বিজেপি সবার আগেই মনোনয়ন দাখিল সম্পূর্ণ করে ফেলল, এমন প্রশ্নের উত্তরে দলের জেলার সাংগঠনিক সভাপতি বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী বলেন, মে মাসের গোড়ার দিকে ভোট হবে আঁচ করে অনেক আগেই দলীয় প্রস্তুতি নিয়ে বেশিরভাগ ব্লক এলাকাতেই দলীয় প্রার্থী বাছাই করা ছিল। সর্বশেষ দেখা যাচ্ছে তিনটি স্তরের ক্ষেত্রেই আসনের চেয়ে বিজেপি দলের সবচেয়ে বেশি জমা পড়েছে। এপ্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরবাবুর উত্তর, সব ঠিক হয়ে যাবে। নির্বাচনের সময় কোনও গোঁজ প্রার্থী থাকবে বলেই তাঁর দাবি।

মেয়রের নাম থাকায় বাতিল অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ বিজেপির অভিযোগ পত্রে আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারির নাম থাকায় অভিযোগ নিল না পুলিশ। শনিবার দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে ক্যাম্প করে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র দাখিলের জন্য পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিজেপি সভাপতি লক্ষণ ঘোরুইয়ের নেতৃত্বে বসেছিলেন দলীয় কর্মী ও প্রার্থীরা। দুপুর ১টা নাগাদ আসানসোলের মেয়র তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহকুমা শাসকের দফতরে আসা মাত্রই শাসকদলের কর্মীরা তাঁর নির্দেশে বিজেপির ক্যাম্প অফিসে হামলা চালায় বলে অভিযোগ তোলে বিজেপি। ক্যাম্প অফিসে চেয়ার, টেবিল ভাঙচুরের পাশাপাশি বিজেপির জেলা সভাপতির বাম হাতে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাতও করা হয়। এছাড়াও বিজেপি কর্মীদের বাঁশ ও রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। শনিবার এর প্রতিবাদে ২ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিজেপি। হাসপাতালে ভর্তি করা হয় লক্ষণ ঘোরুইকে। রবিবার সকালে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে দুর্গাপুর থানায় আসেন লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে। দুর্গাপুর থানার অফিসার ইনচার্জ গৌতম তালুকদারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পরে হতাশ হয়ে বেরিয়ে বিজেপি জেলা সভাপতি লক্ষণ ঘোরুই জানান, জিতেন্দ্র তিওয়ারির জন্য দুর্গাপুর কলঙ্কিত হল। তাঁর জন্যই আসানসোলে এই অশান্তি অথচ তাঁর নাম অভিযোগপত্রে থাকায় পুলিশ অভিযোগই নিল না। পুলিশ প্রশাসন শাসকদলের সঙ্গে মিশে গেছে। সোমবার সমস্ত শক্তি দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাবো। এরফলে উত্তেজনা ছড়াবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিকমহল।

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনস্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ